তারিখ ২৫ JUL 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

যুগান্তর

মাদ্রাসা প্রধানদের সঙ্গে মতবিনিময়

গাইতে হবে জাতীয় সঙ্গীত তুলতে হবে পতাকা

যুগান্তর রিপোর্ট

মাদ্রাসায় প্রতিদিন জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও শিক্ষক-শিক্ষার্থী মিলে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে মাদ্রাসা শিক্ষকদের করণীয় বিষয়ে মতবিনিময় সভায় রোববার এ নির্দেশ দেন তিনি। এ সময় শিক্ষামন্ত্রী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও জঙ্গিবাদ নিয়ে ইসলামের সঠিক নির্দেশনা ও কোরআন-হাদিসের ব্যাখ্যা সমাজে তুলে ধরার আহ্বান জানান।

দুপুরে রাজধানীর কৃষিবিদ ইন্সটিটিউট মিলনায়তনে মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট ও অধ্যক্ষদের নিয়ে এ সভার আয়োজন করা হয়। শিক্ষামন্ত্রী এতে প্রধান অতিথি ছিলেন। এর আগে সকালে আরেক অনুষ্ঠানে তিনি জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে প্রাথমিক পর্যায়েই শিক্ষার্থীদের ধর্মের সঠিক জ্ঞান অর্জন ও সবার সচেতনতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

দুপুরের সভায় সভাপতিত্ব করেন মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক একেএম ছায়েফউল্যা। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষা সচিব মো. সোহরাব হোসাইন, অতিরিক্ত সচিব এএস মাহমুদ, এসএম এহসান কবির, ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আহসানউল্লাহ, মাদ্রাসা বোর্ডের মহাপরিচালক বেলাল হোসেন। মাদ্রাসা শিক্ষকদের মধ্যে ■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১ • ছবি : পৃষ্ঠা ২

গাইতে হবে জাতীয় সঙ্গীত

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

জমিয়াতুল মোদারেছীনের মহাসচিব মাওলানা সাব্বির আহমেদ মুমতাজী, মাওলানা কফিলউদ্দিন, একেএম মনোহর আলী, ড. ইদ্রিস আলী, হাসান মাহমুদ, আবুল খায়ের, ফারুক আহমেদ হাওলাদার বক্তৃতা করেন। এতে প্রায় দেড় হাজার মাদ্রাসার শিক্ষক যোগ দেন।

অনুষ্ঠানের ব্যানারে সূরা মায়েদার ৩২ নম্বর আয়াত উৎকলিত ছিল। এর অর্থ হচ্ছে, 'কেউ যদি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে অথবা পৃথিবীতে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে সে যেন মানবজাতিকে হত্যা করল।' অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেয়া মাদ্রাসার শিক্ষকের বক্তব্যেও কোরআনের এই বাণী ও নির্দেশনার প্রতিধ্বনি ছিল। পাশাপাশি তারা অঙ্গীকার করেন, মাদ্রাসাগুলোকে তারা জঙ্গি সৃষ্টি ও বিচরণের স্থানে পরিণত হতে দেবেন না। তারা এ ব্যাপারে সতর্ক ও সাবধান থাকবেন। মাদ্রাসায় জঙ্গি নেই— এ মর্মে সার্কুলার জারির দাবি করেন শিক্ষকরা। তারা বলেন, স্কুলে দশম শ্রেণী পর্যন্ত কোরআন শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হোক। এতে সেখান থেকে আর জঙ্গি সৃষ্টি হবে না।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, পতাকা না তোলা ও জাতীয় সঙ্গীত না গাওয়া একটা অপরাধ। আমরা চাই না আপনারা এ অপরাধে অপরাধী হোন। তিনি বলেন, ইসলামের ব্যাপারে আজ আলেম সমাজ যা বলেছেন সেটাই সঠিক। কিন্তু একটি গোষ্ঠী যারা ইসলামের ধারে-কাছেও নেই, তারা তরুণ সমাজের কাছে ইসলামকে বিকৃতভাবে তুলে ধরে সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে ও জঙ্গিবাদের বিস্তার ঘটাচ্ছে। কোথাও শিক্ষক নামধারী কিছু ব্যক্তিও যুক্ত। তারা আমাদের সন্তানদের মগজ ধোলাই করছে। আমরা এদের কাউকে ছাড়ব না। তাদের চিহ্নিত করার কাজ চলছে।

নাহিদ বলেন, গুলশান ও শোল্যাকিয়ায় আমরা জঙ্গিবাদের যে চরিত্র দেখলাম তা আগের থেকে ভিন্নতর। এখানে মেধাবী এবং ধনীর ঘরের সন্তানরা জড়িত। এক সময় বলা হতো, মাদ্রাসা ছাত্ররা জঙ্গিবাদে জড়িত। আমি সব সময় এ কথার প্রতিবাদ করতাম। আজ সেটাই প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু ভবিষ্যতেও যাতে মাদ্রাসার কোনো শিক্ষার্থী-শিক্ষক এতে না জড়ায় সেজন্য আপনাদের ভূমিকা রাখতে হবে। আপনারা প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে নজরদারিতে রাখবেন। প্রত্যেক শিক্ষকের ব্যাপারে সজাগ থাকবেন। তাদের পাঠদান মনিটর করবেন। প্রয়োজনে ক্লাসে সোর্স (তথ্যদাতা) রাখবেন। সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে মাদ্রাসায় জঙ্গিবাদবিরোধী কমিটি গঠন করবেন।

মন্ত্রী বলেন, আপনাদের সমাজের সবাই সম্মান করে। আপনাদের কেউ কোনো না কোনো মসজিদের ইমাম। নামাজের আগে-পরে বা জুমার খুতবার আগে বক্তৃতায় এবং ওয়াজ-নসিহতে জঙ্গিবাদের ব্যাপারে ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরবেন। যেন কাউকে স্বার্থান্বেষী মহল বিভ্রান্ত করতে না পারে। তিনি বলেন, সামাজিক আন্দোলন ছাড়া কার্যকরভাবে জঙ্গিবাদ নিরসন সম্ভব নয়। তাই সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলায় আপনাদের অগ্রনায়কের ভূমিকা পালন করতে হবে। এখান থেকে ফিরে গিয়ে মাদ্রাসায় সব শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কমিটির সদস্য ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সচেতনতামূলক আলোচনা সভার আয়োজন করবেন।

অধ্যক্ষ ও মাদ্রাসা সুপারদের বেশকিছু দিকনির্দেশনা দেন শিক্ষামন্ত্রী। এর মধ্যে আছে— প্রত্যেককে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর দায়িত্ব নিতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী-শিক্ষককে নজরদারিতে রাখতে হবে। ক্লাসের প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে শিক্ষকদের চিনতে হবে। যে ক'জনকে চেনা সম্ভব হবে, সে ক'জনকেই ভর্তি করতে হবে, তার বেশি নয়। সব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। নিয়মিত ক্লাস, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও খেলাধুলার মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের ব্যস্ত রাখতে হবে; তাহলে তাদের মধ্যে 'অন্য কিছু' ঢুকবে না। ১০টি ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলেই তাকে জঙ্গি ভাবা যাবে না। প্রথমে খোঁজ নেবেন। বাবা-মাকে জানাবেন। তারাও বিষয়টি নিয়ে সংশয় জানালে তা প্রশাসনকে জানাবেন।

শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষক ও বাবা-মায়ের উদ্দেশে বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পরিবার হচ্ছে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জায়গা। আমরা মাদ্রাসা থেকে তরুণদের প্রকৃত শিক্ষা দেয়ার বিষয়টি বেশি আশা করব। আপনারা খোঁজ রাখবেন, তাদের বন্ধু-বান্ধব কারা তা খেয়াল রাখতে হবে। নতুন বন্ধু জুটলে তার খোঁজখবর নিন।

শিক্ষা সচিব বলেন, জঙ্গিবাদ একটি বৈশ্বিক সমস্যা। এ কারণে আজকে শত শত লোক মরছে। তিনি বলেন, একটি ইহুদি রাষ্ট্র আইএসের নেতৃত্বে আছে বলে কথা আছে। ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে, আইএস ইসলামের ভালোর জন্য নয়; বরং ইসলামের ক্ষতি করছে। তিনি বলেন, আপনারা চাইলে একজন জঙ্গিও আর সৃষ্টি হবে না।

এএস মাহমুদ বেশকিছু দিকনির্দেশনা ও করণীয় বাতলে দেন। তা হচ্ছে— প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ, অধ্যক্ষ ও সুপাররা বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া মাদ্রাসার বাইরে থাকবেন না। বাইরে এলে একজনকে দায়িত্ব দিয়ে আসবেন। উচ্চশিক্ষা প্রদানকারী মাদ্রাসায় শিক্ষকদের দিনের শেষ কর্মসময় পর্যন্ত অবস্থান করতে হবে। হোস্টেল-হলে শিক্ষার্থীরা কী করছে নজর রাখবেন। এ ব্যাপারে হোস্টেল সুপাররা তৎপর থাকবেন। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ছেলেমেয়েদের ব্যস্ত রাখতে হবে।

প্রাথমিকেই ধর্মের সঠিক জ্ঞান : সকালে রাজধানীর নায়েম মিলনায়তনে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 'শিক্ষার মান মূল্যায়ন কর্মশালা'র উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী। এ সময় তিনি বলেন, জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে প্রাথমিক পর্যায়েই শিক্ষার্থীদের ধর্মের বিষয়ে সঠিক জ্ঞান, সঠিক শিক্ষা দিতে হবে। সবাইকে এ বিষয়ে এখন থেকে সচেতন হতে হবে। অন্যথায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এসে তাদের (শিক্ষার্থীদের) মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াতে পারে। শিক্ষকদের ধর্মের বাণী 'সঠিকভাবে' শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। মাউশি মহাপরিচালক অধ্যাপক এসএম ওয়াহিদুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ছিলেন শিক্ষা সচিব মো. সোহরাব হোসাইন, নায়েমের ডিজি অধ্যাপক হামিদুল হক প্রমুখ।